আজ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস



ছবি: সংগৃহীত

আজ ৭ নভেম্বর, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় পরিবর্তন আসে। বন্দিদশা থেকে মুক্ত হন তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান। পরবর্তী সময়ে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে উঠে আসেন।

এর আগে ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা এবং ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যার পর সেনাবাহিনীর ভেতরে অস্থিরতা দেখা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৬ নভেম্বর তৎকালীন সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ঘটে। ওই সময় সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি করা হয়।

পরে নিজেকে সেনাপ্রধান ঘোষণা করে বঙ্গভবনে যান খালেদ মোশাররফ। সেখানে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদকে গ্রেপ্তার, মন্ত্রিসভা বাতিল ও জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এ পরিস্থিতিতে ৬ নভেম্বর রাতে সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্যদের মধ্যে প্রতিরোধ শুরু হয়। পরদিন তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও রাজপথে নেমে আসেন। সিপাহি ও জনতার সম্মিলিত অভ্যুত্থানে মুক্ত হন জিয়াউর রহমান। অন্যদিকে, পাল্টা অভ্যুত্থানের সময় ৭ নভেম্বর সকালে কয়েকজন সহযোগীসহ নিহত হন খালেদ মোশাররফ। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার সমীকরণে নতুন পরিবর্তন আসে।

দিবসটি উপলক্ষে সাত দিনের কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি। এর অংশ হিসেবে আজ শনিবার (৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টায় দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানসহ কেন্দ্রীয় নেতারা।

পরে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেবেন তারেক রহমান। শোভাযাত্রাটি নয়াপল্টন থেকে শুরু হয়ে কাকরাইলে প্রধান বিচারপতির বাসভবনের সামনে দিয়ে ডান দিকে মোড় নেবে। এরপর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, বাংলামোটর ও ফার্মগেট হয়ে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে গিয়ে শেষ হবে।